দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 30 NOV 1994
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৮

22

দুইটি কলেজে শিক্ষক স্বল্পতা

নড়াইল ভিক্টোরিয়া কলেজ ও পাটগ্রাম সরকারী জসিমুদ্দিন কাজী আবদুল গনি ডিগ্রি কলেজে শিক্ষক স্বল্পতার কারণে এই দুই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া গুরুতর ব্যাহত হইতেছে। এই দুই কলেজে শিক্ষকের শূন্য পদের সংখ্যা ৪০। খবর ইত্তেফাকের স্থানীয় সংবাদদাতাদের।

নড়াইল ।। ১৮৮৬ সালে স্থাপিত এবং ১৯৮০ সালে জাতীয়করণকৃত নড়াইল ভিক্টোরিয়া কলেজে শিক্ষক স্বল্পতার দরুন ২

(৯ম পৃঃ দ্রঃ)

দুইটি কলেজে

(৩য় পৃঃ পর)

হাজার ছাত্র-ছাত্রীর পড়াশুনা গুরুতর ব্যাহত হইতেছে।

কলেজটি ১৫টি বিভাগে অনুমোদিত শিক্ষকের পদের সংখ্যা ৫৮টি। কিন্তু বর্তমানে ২৩টি শিক্ষকের পদ শূন্য রহিয়াছে। সহযোগী অধ্যাপকের পদ আছে ১৪টি। শিক্ষক আছেন ১১ জন। অনুরূপভাবে সহকারী অধ্যাপকের পদ সংখ্যা ১৫। কর্মরত আছেন ১১ জন। প্রভাষকের পদ আছে ৩০টি। কিন্তু কিন্তু শূন্য পদের সংখ্যা ১৬। সবচেয়ে বেশি শিক্ষক স্বল্পতায় ভুগিতেছে বাংলা বিভাগ। ৪টি পদের মধ্যে ৩টি পদই শূন্য। ইংরেজী, অর্থনীতি রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, রসায়ন বিভাগ ও গণিত বিভাগের প্রত্যেকটিতে ৪টি করিয়া পদ থাকিলেও শিক্ষক আছেন মাত্র ২ জন করিয়া।

কলেজ অধ্যক্ষের নিকট জানা যায় যে, দেশের অন্যতম প্রাচীন কলেজটিতে কয়েকটি বিষয়ে অনার্স কোর্স প্রবর্তনের অনুরোধ জানানো হইয়াছে। কিন্তু অনেক নবীন কলেজে অনার্স কোর্স প্রবর্তনের অনুমতি দেওয়া হইলেও প্রাচীন এই কলেজটিতে অনার্স কোর্স প্রবর্তনের অনুমতি পাওয়া যায় নাই।

লালমনিরহাট ।। পাটগ্রাম সরকারী জসিমুদ্দীন কাজী আবদুল গনি ডিগ্রী কলেজে অধ্যক্ষসহ ১৭টি শিক্ষকের পদ শূন্য থাকায় ছাত্র-ছাত্রীর লেখাপড়া ব্যাহত হইতেছে। এই কলেজটিকে ১৯৫৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর সরকারীকরণ করা হইয়াছে। সরকারীকরণের কয়েক বৎসরের মধ্যে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পদোন্নতি ও বদলি হইতে থাকে। কিন্তু নূতন করিয়া কোন শিক্ষক দেওয়া হইতেছে না। নূতন যোগদানের আদেশ হইলেও ২/১ মাস কাজ করিয়া আবারও তদবির করিয়া শিক্ষকগণ অন্যত্র চলিয়া যাইতেছেন। ইহার ফলে বর্তমানে পদার্থবিদ্যায় ২জন, গণিতে ১জন, ইসলামিক ইতিহাসে ২জন, হিসাব বিজ্ঞানে ২জন, রাষ্ট্র বিজ্ঞানে ১জন, দর্শন শাস্ত্রে ২জন, উদ্ভিদ বিদ্যায় ১জন, প্রাণীবিদ্যায় ২জন, রসায়ন বিজ্ঞানে ২জন শিক্ষকের পদশূন্য।